ফর্ম নং. জে (২)

কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মহামান্য বিচারপতি দেবাংশু বসাক

এবং

মহামান্য বিচারপতি মো. শব্বর রাশিদি

২০২৩ সালের ডব্লিউ পি. এস টি ১৫৭

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

বনাম

দিপক কুমার রায়

রাজ্য/রিট আবেদনকারীদের জন্যঃ শ্রী তপন কে. মুখার্জি, প্রবীণ আইনজীবী

এবং বিজ্ঞ এ. জি. পি.

শ্রীমতী সঙ্গীতা রায়, আইনজীবী

উত্তরদাতার পক্ষে - শ্রী জি. পি. ব্যানার্জি, উকিল

শ্রী এম. এন. রায়, আইনজীবী

শ্রী বি. নন্দী, আইনজীবী

শুনানি ১৬.১০.২০২৩

রায় ১৬.১০.২০২৩

বিচারপতি দেবাংশু বসাক :-

১. রিট পিটিশনটি রাষ্ট্রের নির্দেশে দায়ের করা হয়েছে।

২. এই রিট আবেদনটি ২০২৩ সালের ২১ জুনের একটি আদেশের বিরুদ্ধে, যা পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ২০২৩ সালের O.A.178-এ পাস করা হয়েছিল।

৩. রিট আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী বলেন, ‘প্রাইভেট বিবাদী পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। বিভাগীয় কার্যক্রম ১৯৪৩ সালের বাংলার পুলিশ রেগুলেশনের বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। বিশেষ করে, তিনি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ৮৬১ নম্বর রেগুলেশনের প্রতি। তিনি বলেন যে, এই ধরনের রেগুলেশন কর্তৃপক্ষকে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমে একজন উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা নিয়োগের দায়িত্ব দেয় না। তিনি উল্লেখ করেন যে বর্তমান মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে, তদন্ত প্রতিবেদনটি শৃঙ্খলামূলক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। শৃঙ্খলামূলক কর্তৃপক্ষ শাস্তি আরোপ করেছিল। একটি বিধিবদ্ধ আপিল করা হয়েছিল। বেসরকারি বিবাদী কর্তৃকও সংশোধনের আবেদন করা হয়েছিল। এরপর, প্রাইভেট বিবাদী ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেন।

৪. রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী উল্লেখ করেছেন যে, ট্রাইব্যুনাল ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তির উপর নির্ভর করেছিল। তিনি জমা দিয়েছেন যে, এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা (শ্রেণিবিন্যাস, নিয়ন্ত্রণ এবং আপিল), বিধি, ১৯৭১-এর সাথে সম্পর্কিত। ১৯৭১-এর বিধিগুলি ১৯৭১-এর বিধি (১) (৪)-এর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের উপ-পরিদর্শক এবং অধস্তন পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৫. রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে উপস্থিত একজন বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী দাখিল করেছেন যে, ট্রাইব্যুনাল, **(২০১৮) ৭ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৬৭০ (ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম রাম লক্ষন শর্মা)** এর অনুপাতের ভুল ব্যাখ্যা এবং ভুল প্রয়োগ করেছে।

তিনি ২০১৬ সালের ডব্লিউ. পি. এস. টি. ৫৭ (হেমায়েত মিয়া বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা)-এ পাস হওয়া ২৮শে জুন, ২০২৩ তারিখের একটি অপ্রকাশিত রায় এবং আদেশের উপরও নির্ভর করেন।

৬. ব্যক্তিগত বিবাদী পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী তদন্ত কার্যক্রমে রেকর্ডিংগুলির প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি দাবি করেন যে, কোনও উপস্থিত কর্মকর্তা ছাড়াই প্রসিকিউশন সাক্ষীদের মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে, কোনও উপস্থিত কর্মকর্তার উপস্থিতি ছাড়াই প্রসিকিউশন সাক্ষীর মাধ্যমে নথিপত্র প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, তিনি দাবি করেন যে, উপস্থিত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে তদন্ত কার্যক্রম বিকৃত হয়ে পড়ে।

৭. ২০২০ সালের ২৬শে জুন ব্যক্তিগত উত্তরদাতার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা শুরু করা হয়েছিল। সেই সময়ে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাথে কাজ করা একজন উপ-পরিদর্শক ছিলেন।

৮. ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে একটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়, যেখানে অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিবাদীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

৯. শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ৩১ আগস্ট, ২০২০ তারিখে বেসরকারি বিবাদীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আদেশ জারি করে। বেসরকারি বিবাদী তার বিরুদ্ধে আপিল করেন। ১২ অক্টোবর, ২০২০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে এই আপিল খারিজ করা হয়। আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে একটি পুনর্বিবেচনা আবেদন করা হয় যা ১৫ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে খারিজ করা হয়।

১০. এরপর, বেসরকারী বিবাদী ২০২৩ সালের O.A.178 ধারার মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেন যেখানে ২১ জুন, ২০২৩ তারিখের আপত্তিকর আদেশটি পাস করা হয়।

১১. ট্রাইব্যুনাল তার আপত্তিকর আদেশে উল্লেখ করেছে যে, ১৯৪৩ সালের বাংলার পুলিশ রেগুলেশনে একজন প্রেজেন্টিং অফিসার নিয়োগের বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট উল্লেখ নেই, তবে এই ধরনের প্রয়োগ শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষকে একজন প্রেজেন্টিং অফিসার নিয়োগ করা থেকে বিরত রাখে না। ট্রাইব্যুনা রাম লক্ষ্মণ শর্মা (উপরে) এবং অর্থ বিভাগের ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ৪৯৫৬/১(৫০০)-এফ(পি) উল্লেখ করেছে এবং দেখেছে যে, এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি তদন্তের সময় একজন প্রেজেন্টিং অফিসার নিয়োগ করা শৃঙ্খলামূলক কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক করে তোলে।

১২. ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪-এর প্রজ্ঞাপনে অর্থ বিভাগের নং ৪৯৫৬-এফ (পি) যুক্ত পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা (শ্রেণীবিভাগ, নিয়ন্ত্রণ ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৭১-এ নির্দিষ্ট সংশোধনী প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৩. ১৯৭১ সালের বিধিমালা ২ (১) (iv) নিম্নরূপঃ-

" ২. প্রয়োগঃ-(১) এই নিয়মগুলি হবে সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য- ছাড়া

....

....

....

(iv) পুলিশ পরিদর্শক এবং -এর সদস্যরা অধস্তন পুলিশ বাহিনী; এবং

....

...."

১৪. বিধি, ১৯৭১-এর বিধি ২ (১) (iv)-এর ভিত্তিতে, এখানে ব্যক্তিগত উত্তরদাতার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা ১৯৭১-এর বিধি দ্বারা পরিচালিত হয় না। ফলস্বরূপ, বেসরকারী উত্তরদাতার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারার ক্ষেত্রে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি ততটা আকৃষ্ট হয় না।

১৫. রাম লখন শর্মা (উপরে) প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি এবং একটি তদন্তে উপস্থাপক অফিসার নিয়োগ না করার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেনঅগ্রসর হচ্ছে। এটি নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গিরঃ-

> ʺ ৩৩. ডিভিশন বেঞ্চ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করার পর অনুচ্ছেদ ১৬-এর নীতিগুলির সারসংক্ষেপ করেছে যা নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্যঃ
>
> "১৬. আমরা এইভাবে নীতিগুলির সারসংক্ষেপ করতে পারিঃ
>
> (i) বিচারকের পদে থাকা তদন্ত কর্মকর্তা প্রসিকিউটরের পদে থাকা উপস্থাপক কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করবেন না।
>
> ii) শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের জন্য প্রতিটি তদন্তে একজন উপস্থাপক কর্মকর্তা নিয়োগ করার প্রয়োজন নেই। উপস্থাপক কর্মকর্তা নিয়োগ না করা, নিজেই তদন্তকে কলুষিত করবে না।
>
> (iii) তদন্ত কর্মকর্তা, সত্যে পৌঁছানোর জন্য বা ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য, প্রসিকিউশনকে প্রশ্ন করতে পারেন সাক্ষী এবং প্রতিরক্ষা সাক্ষীরাও।

উপস্থাপক আধিকারিকের অনুপস্থিতিতে, যদি তদন্ত আধিকারিক তথ্য বের করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের কাছে কোনও প্রশ্ন রাখেন, তাহলে তাঁর উচিত অপরাধী কর্মচারীকে সেই ব্যাখ্যাগুলির উপর এই ধরনের সাক্ষীদের জেরা করার অনুমতি দেওয়া।

(iv) যদি তদন্ত কর্মকর্তা রাষ্ট্রপক্ষের মামলার মাধ্যমে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের নেতৃত্ব দিয়ে নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেন, অথবা উত্তর দিয়ে গর্ভবতী বিভাগীয় সাক্ষীদের কাছে প্রধান প্রশ্ন রাখেন, অথবা প্রতিরক্ষা সাক্ষীদের জেরা করেন বা রাষ্ট্রপক্ষের মামলার কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরামর্শমূলক প্রশ্ন রাখেন, তদন্ত কর্মকর্তা প্রসিকিউটর হিসাবে কাজ করেন যার ফলে তদন্তকে কলুষিত করা হয়।

(v) যেহেতু উপস্থাপক কর্মকর্তার অনুপস্থিতি নিজেই তদন্তকে কলুষিত করবে না এবং এটি স্বীকৃত হয় যে তদন্ত কর্মকর্তা সত্যটি বের করার জন্য যে কোনও বা সমস্ত সাক্ষীকে প্রশ্ন করতে পারেন, তাই একজন তদন্ত কর্মকর্তা উপস্থাপক কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করেছেন কিনা এই প্রশ্নটি তদন্তে যে পদ্ধতিতে প্রমাণ দেওয়া হয় এবং রেকর্ড করা হয় তার সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

একজন তদন্ত কর্মকর্তা কেবল তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করেছেন বা উপস্থাপক কর্মকর্তা হিসাবেও কাজ করেছেন কিনা তা প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে। পক্ষপাতিত্বের কোনও অভিযোগ এড়াতে এবং তদন্তের ঝুঁকি চালানোর জন্য অবৈধ এবং পক্ষপাত হিসাবে ঘোষিত, বর্তমান

> প্রবণতাটি অবিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপক কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা বলে মনে হয়, সাধারণ ক্ষেত্রে ব্যতীত। যা হতে পারে তাই হোক।"

১৬. ব্যক্তিগত বিবাদী ১৯৪৩ সালের বাংলার পুলিশ প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর প্রবিধান ৮৬১ তদন্ত কার্যক্রমে একজন উপস্থাপক কর্মকর্তা নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নীরব।

১৭. বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, তদন্ত কার্যক্রমে একজন উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত না হওয়ার কারণে তার প্রতি কোনও পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হয়েছে কিনা তা ব্যক্তিগত বিবাদী প্রমাণ করতে পারছেন না। আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তদন্ত কার্যক্রমে, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীরা নথিপত্র উপস্থাপন করেছিলেন এবং প্রদর্শনী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

১৮. তদন্ত কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের কাছে উপলব্ধ নথিপত্র আমরা পর্যালোচনা করেছি। সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে, প্রসিকিউশনের সাক্ষীরা তদন্ত কর্মকর্তার সামনে বিবৃতি দিয়েছেন যা তদন্ত কর্মকর্তা রেকর্ড করেছেন। এই ধরনের বিবৃতি দেওয়ার সময়, প্রসিকিউশনের সাক্ষীরা কিছু নথি উপস্থাপন করেছেন যা প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এমন কিছু রেকর্ডে নেই যা দেখায় বা ইঙ্গিত দেয় যে, তদন্ত কর্মকর্তা প্রসিকিউশনের সাক্ষীদের কাছে অগ্রণী বিবৃতি দিয়েছেন।

১৯. তদন্ত কার্যক্রমের সময় উপস্থিত কর্মকর্তার অনুপস্থিতির কারণে পক্ষপাতের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, ট্রাইব্যুনাল পর্যায়ে এটি গ্রহণ করা হয়নি।

২০. তা ছাড়া, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের ব্যক্তিগত বিবাদী কর্তৃক জেরা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। জেরা প্রশ্নোত্তরের ধরণে রেকর্ড করা হয়েছিল।

২১. এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমরা এমন একটি সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে দিতে অক্ষম যে, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের মাধ্যমে নথির প্রবর্তন এবং রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের তদন্ত আধিকারিকের দ্বারা বিবৃতি রেকর্ড করা, বর্তমান মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত উত্তরদাতার প্রতি কোনও পক্ষপাত সৃষ্টি করেছে।

২২. রাম লখন শর্মা (উপরে)-তে নির্ধারিত অনুপাতটি অনুসরণ করা হয়েছিল এবং হেমায়েত মিয়া (উপরে)-তে প্রয়োগ করা হয়েছিল।

২৩. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করা উপযুক্ত হবে।

২৪. বেসরকারী উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে, বেসরকারী উত্তরদাতা মূল আবেদনে ট্রাইবুনেলের সামনে অন্যান্য বিষয় উথ্থাপন করেছেন এবং তাই, এটি উপযুক্ত যে, মূল আবেদনটি ট্রাইবুনেল দ্বারা যোগ্যতার ভিত্তিতে শুনানি এবং নিষ্পত্তি করা হবে।

২৫. এই বিষয়ে ব্যক্তিগত উত্তরদাতার যুক্তিসঙ্গত যুক্তি গ্রহণযোগ্য।

২৬. ট্রাইব্যুনালকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে মূল আবেদনটি যথাযথভাবে শুনানি এবং নিষ্পত্তি করা হোক, তবে এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির পক্ষপাত এবং লঙঘনের বিষয়টি ব্যতীত। ট্রাইব্যুনালকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে ২০২৩ সালের O.A.178 শুনানি এবং নিষ্পত্তি করা হোক, বিশেষ করে

এই যোগাযোগের তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে এটি আদেশ করা হয়েছে।

২৭. ২০২৩ সালের ডব্লিউ পি.এস টি ১৫৭ খরচ হিসাবে কোনও আদেশ ছাড়াই নিষ্পত্তি করা হয়।

(বিচারপতি দেবাংশু বসাক)

২৮. আমি একমত।

(বিচারপতি মো. শব্বর রশিদি)

সিএইচসি

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal